biddabari
your success benchmark

BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার শিট

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

biddabari
your success benchmark

PSC Syllabus

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন | পূর্ণমান : ১০

- Definition of values Education and Good Governance;
- Relation between Values Education and Good Governance;
- General Perception of Values Education and Good Governance;
- Importance of Values Education and Good Governance in the life of an individual as a citizen as well as in the making of society and national ideals;
- Impact of Values Education and Good Governance in national development;
- How the element of Good Governance and Values Education can be established in society in a given social context;
- The benefits of Values Education and Good Governance and the cost society pays adversely in their absence.

BCS প্রিলিমিনারি

biddabari your success benchmark

সূচিপত্র — নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

পৃষ্ঠা নং দেখে কাঙ্ক্ষিত লেকচার খুঁজে নিন

লেকচার নং	টপিকস	পৃষ্ঠা নং
লেকচার- ০১	Ethics (নৈতিকতা), Values (মূল্যবোধ)	০৩
লেকচার- ০২	Good Governance and Values (সুশাসন ও মূল্যবোধ)	২১

BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ১

Lecture Content

- ☑ নৈতিকতা (Ethics)
- ☑ মূল্যবোধ (Values)

Content Discussion

শিক্ষক বিসিএস সহ সকল নিয়োগ পরীক্ষায় কী রকম প্রশ্ন আসে তা তুলে ধরে নিচের বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলবেন।

নৈতিকতা (Ethics)

নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Morality'। ইংরেজি Morality শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'Moralitas' থেকে যার অর্থ 'সঠিক আচরণ বা চরিত্র।' গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল সর্বপ্রথম নৈতিকতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। সক্রেটিস বলেছেন, 'সৎ গুণই জ্ঞান' (Virtue is knowledge)। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা অন্যায় করতে পারেন না এবং ন্যায় বোধের উৎস হচ্ছে 'জ্ঞান' (knowledge) এবং অন্যায়বোধের উৎস হচ্ছে 'অজ্ঞতা' (ignorance)। পরবর্তীতে রোমান দার্শনিকরা প্রথাগত আচরণের অর্থে 'mas' কথাটি ব্যবহার করেন। ল্যাটিন এই 'mas' শব্দ থেকেই Morals ও Morality (নৈতিকতা) শব্দের উদ্ভব ঘটেছে।

জোনাথন হেইট (Jonathan Haidt) মনে করেন, 'ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব আচরণ- তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব হয়েছে।' নীতিবিদ ম্যুর বলেছেন, 'শুভর প্রতি অনুরাগ ও অশুভর প্রতি বিরাগই হচ্ছে নৈতিকতা।'

Cambridge International Dictionary of English-এ বলা হয়েছে যে, 'নৈতিকতা হলো ভালো-মন্দ আচরণ, স্বচ্ছতা, সততা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি গুণ, যা প্রত্যেক ব্যক্তিই আইন কিংবা অন্য কোনো বিষয়ের থেকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।'

নৈতিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Collins English Dictionary-তে বলা হয়েছে যে, 'Morality is concerned with on negating to human behaviour. especially the distinction between good and bad and right and wrong behaviour.' নৈতিকতা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত ধ্যান-ধারণার সমষ্টি যা মানুষকে সুকুমার বৃত্তি অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করে। নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ মানসিক বিষয়। এটি হলো মানবমনের উচ্চ গুণাবলি। নৈতিকতা বা নীতিবোধ একান্তভাবেই মানুষের হৃদয়-মন থেকে উৎসারিত। নৈতিকতা বা নীতিবোধের বিকাশ ঘটে মানুষের ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বোধ বা অনুভূতি থেকে।

শুধুমাত্র আইন বা রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান নাগরিক জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়। **আর. এম. ম্যাকাইভার এ জন্যই** বলেছেন যে, 'Law does not and can not cover all grounds of morality'---

নৈতিকতা বা ন্যায়নীতিবোধের প্রতি যে দেশের জনগণের শ্রদ্ধাবোধ বেশি, যারা জীবনের চলার পথে নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত হন, তারা দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে লিপ্ত হন না। আইন অপেক্ষা বিবেক দ্বারা তাঁরা বেশি পরিচালিত হন। নীতিবান মানুষ ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির মানদণ্ডে নিজেরাই চলার চেষ্টা করে।

নৈতিকতার পিছনে সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমর্থন বা কর্তৃত্ব থাকে না। কেননা, নৈতিকতা বিবেক ও মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। রাষ্ট্র নৈতিকবিধি প্রয়োগ করে না। নৈতিকতা বিরোধী ব্যক্তিকে রাষ্ট্র কোনো প্রকার দৈহিক শাস্তি প্রদান করে না। বিবেকের দংশনই নৈতিকতার বড় রক্ষাকবচ। নৈতিকতা মূলত ব্যক্তিগত ব্যাপার। নৈতিকতা মানুষের মানসিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের কল্যাণ সাধনই নৈতিকতার লক্ষ্য। যে রাষ্ট্রের মানুষের নৈতিক মান সুউচ্চ, সেদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ। কেননা সেদেশের নাগরিকগণ অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকে, ঘুষ দুর্নীতিকে ঘৃণা করে।

নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য:

১. নৈতিকতার কেন্দ্রবিন্দু হল ব্যক্তি।
২. নৈতিকতা ব্যক্তি মানুষের ঐচ্ছিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।
৩. যে আচরণের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ আছে তাকে ঐচ্ছিক আচরণ বলে।
৪. নৈতিকতা একটি সার্বজনীন প্রত্যয়, তবে কিছু নৈতিকতা আছে, যা আপেক্ষিক, যেমন: মদ্যপান।
৫. নৈতিকতা একটি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। অর্থাৎ নৈতিকতার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।
৬. নৈতিকতা লঙ্ঘনের সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো সামাজিক ঘৃণা।

মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য :

১. নৈতিকতা ব্যক্তির ভালো-মন্দ; পক্ষান্তরে মূল্যবোধ সমাজের ভাল- মন্দ।
২. নৈতিকতা সর্বদা ব্যক্তির ইতিবাচক দিক; মূল্যবোধ ব্যক্তির ইতিবাচক বা নেতিবাচক দুই হতে পারে।
৩. নৈতিকতা সর্বদা ঐচ্ছিক আচরণ সংশ্লিষ্ট; মূল্যবোধ সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

Note: অনেক সময় নৈতিকতা বিরোধী মূল্যবোধ সমাজে থাকতে পারে, তবে নৈতিকতা বিরোধী মূল্যবোধ সমাজে টেকসই হয় না। যেমন: সতীদাহ প্রথা।

Note: সমাজের সর্বস্তরেও নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা এবং লালনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে National Integration policy-2012) বা জাতীয় শুদ্ধাচার নীতি-২০১২ নামে একটি নীতি গ্রহণ করেছে।

সংক্ষিপ্ত তথ্য

➢ **নীতিবিদ্যা কাকে বলে?**

–যে বিদ্যা সমাজে বসবাসকারী মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির ভালো গুণাবলীর কোন একটি বিশেষ আদর্শের আলোকে বিচার করে তাকে নীতি বিদ্যা বলে।

➢ **নীতিবিদ্যার ইংরেজি শব্দ কী?**

– Ethics

➢ **Ethics কোন শব্দ থেকে এসেছে?**

– গ্রিক শব্দ Ethos থেকে।

➢ **নৈতিকতা কী?**

–যা নৈতিক দিক থেকে ভালো ও ন্যায়কে বুঝায়।

➢ **ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ কী এক?**

–আপাত দৃষ্টিতে এক মনে হলেও ভিন্ন।

➢ **নৈতিক শব্দ দ্বারা কী বোঝায়?**

–ভালো, ন্যায়, সদগুণ ইত্যাদি।

➢ **নৈতিক সংকটের কারণ কী কী?**

–১. মূল্যবোধের অবক্ষয়, ২. সুশিক্ষার অভাব, ৩. অপসংস্কৃতি, ৪. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ও ৫. সামাজিক পরিবর্তন প্রভৃতি।

➢ **নৈতিক সংকট দূরীকরণ বা রোধের উপায় কী কী?**

–১.মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা, ২. সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা, ৩. সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন-যাপন করা প্রভৃতি।

➢ **'A Manual of Ethics'-গ্রন্থের লেখক কে?**

–ম্যাকঞ্জি।

➢ **"Theory of Good and Evils"-গ্রন্থের লেখক কে?**

–রাসড্যাল।

➢ **অনৈতিক শব্দ দ্বারা কী বোঝায়?**

– মন্দ, অসৎ, অন্যায় ইত্যাদি।

➢ **অনৈতিক ক্রিয়া কী?**

–যে ক্রিয়ার নৈতিক গুণ নেই তাকে অনৈতিক ক্রিয়া বলা হয়। যেমন- মন্দ, অসৎ অন্যায় ইত্যাদি নৈতিক গুণহীন।

➢ **নৈতিক নিয়ন্ত্রণ কী?**

–নৈতিক নিয়ন্ত্রণ হলো এমন একটি উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া যা নৈতিক মানদণ্ড ও মূল্যবোধ অনুযায়ী ব্যক্তির আচরণের প্রতি সমর্থন যোগায় এবং নৈতিক মানদণ্ড ও মূল্যবোধের পরিপন্থী আচরণকে নিরুৎসাহিত করে।

➢ **নৈতিক অনুমোদন কয় প্রকার ও কী কী?**

–দুই প্রকার। যথা :

১. বাহ্যিক অনুমোদন ও ২. অভ্যন্তরীণ অনুমোদন।

➢ **সব নৈতিকতার শেষ অনুমোদন কী?**

–বিবেকপ্রসূত অনুভূতি।

➢ **কান্টের নৈতিক নীতিমালা কীসের উপর নির্ভরশীল?**

–শুদ্ধ বুদ্ধির উপর।

➢ **কান্ট ব্যবহারিক বুদ্ধি বলতে কী বুঝিয়েছেন?**

–শুদ্ধ বুদ্ধির প্রয়োগিক দিককে ব্যবহারিক বুদ্ধি বলেছেন।

➢ **কান্ট সদিচ্ছা বলতে কী বুঝিয়েছেন?**

–শর্ত ছাড়া যে ইচ্ছা পরিচালিত হয় তাকে সদিচ্ছা বলে।

➢ **কান্ট 'কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য' কথাটি ব্যবহার করেছেন কেন?**

–সদিচ্ছার ধারণাকে আরো জোরদার করার জন্য।

➢ **নীতি বিদ্যার কয়টি দিক আছে?**

–২টি- ১. ব্যবহারিক ও ২. তাত্ত্বিক।

➢ **মানুষের মহত্ত্ব কোথায় নিহিত?**

–মানুষ যে আইন প্রণয়ন করে সে আইনের প্রতি নিজেকে অনুগত করে। এখানেই মানুষের মহত্ত্ব নিহিত।

➢ **ঐচ্ছিক ক্রিয়া কাকে বলে?**

–নিজে স্বেচ্ছায় যে ক্রিয়া করে তাকে ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলে।

➢ **উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের মধ্যে পার্থক্য কী?**

–উদ্দেশ্য হলো কাজ করার চালিকা শক্তি আর অভিপ্রায় হল উদ্দেশ্য সাধনের উপায় এবং উদ্দেশ্য সাধনের পরিণামের সমষ্টি।

➢ **নৈতিক আত্মস্বার্থবাদ বলতে কী বুঝ?**

–যে মতবাদ মনে করে, প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের জন্য সর্বাধিক আনন্দ অনুসন্ধান করা উচিত তাকে নৈতিক আত্মস্বার্থবাদ বলে।

➢ **নৈতিক আত্মস্বার্থবাদের প্রাচীন প্রবক্তা কারা?**

–এপিকিউরিয়ানরা।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

- দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।
- নৈতিকতা শব্দটি ইংরেজি Ethics শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। এ শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক শব্দ Ethica থেকে, আবার Ethica শব্দটি এসেছে Ethos থেকে। শব্দটির বাংলা অর্থ হলো আচার-ব্যবহার বা চরিত্র বা রীতিনীতি বা অভ্যাস। সুতরাং শাব্দিক অর্থে নৈতিকতা বলতে মানুষের রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহারকেই বোঝায়।
- নৈতিকতা নীতি সংক্রান্ত বিষয় যা মূলনীতি ধারণ করে।
- নৈতিকতা একটি গুণ যা ভালো আচরণ অথবা মন্দ আচরণ, স্বচ্ছতা, সততা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত।
- নৈতিকতা হলো সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত আচরণবিধি। জোনাথান হ্যাইট বলেছেন, ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব আচরণ এ তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব ঘটতে পারে।
- নৈতিকতার উদ্দেশ্য সৎ ও ন্যায়বান মানুষ সৃষ্টি করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সার্বিক উন্নতি সাধন এবং নীতিবোধ প্রতিষ্ঠা করা।
- নৈতিকতার শিক্ষা শুরু হয় পারিবারিক ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, নিয়ম-নিষ্ঠা, সহনশীলতা ইত্যাদি থেকে।
- প্লেটো, এরিস্টটলের সময়ে আইনসমূহ নীতিশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।
- এরিস্টটল বলেছেন, সুন্দর জীবনের স্বার্থেই আইন বিদ্যমান থাকে।
- রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, আইন ও নৈতিকতার উৎপত্তিস্থল অভিন্ন।
- আইনের উদ্দেশ্য সুনাগরিক সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের শান্তি ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা।
- নৈতিকতার উদ্দেশ্য সৎ ও ন্যায়বান মানুষ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের শান্তি ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা।
- আইন ও নৈতিকতার আলোচ্য বিষয় মানুষ ও সমাজ।
- আইনের সাফল্য নির্ভর করে মূলত নীতিবোধের ওপর।

Important Questions

১. নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি?

ক. Nature খ. Value
গ. Morality ঘ. Liberty

২. জনজীবনে নিরাপত্তা প্রদান করে —

ক. পুলিশ খ. দলীয় নেতা
গ. শৃঙ্খলা ঘ. সামাজিক পরিবেশ

৩. প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে — অর্জনে সহায়তা করে।

ক. জ্ঞান খ. মানসিকতা
গ. মনুষ্যত্ব ঘ. মানবকিতা

৪. বিবেকবান হওয়া যায় না-

ক. বড় না হলে
খ. শক্তিশালী না হলে
গ. নৈতিক মূল্যবোধ না থাকলে
ঘ. কোনোটিই নয়

৫. মানুষ পরিবার থেকে অর্জন করে থাকে–

ক. রাজনীতি জ্ঞান খ. নৈতিক মূল্যবোধ
গ. পুঁজি বিনিয়োগ ঘ. কোনোটিই নয়

উত্তরমালা

১	গ	২	ক	৩	গ	৪	গ	৫	খ

Values (মূল্যবোধ)

যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকেই আমরা সাধারণত মূল্যবোধ বলে থাকি। সমাজ জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড যে সকল নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে মূল্যবোধ বলে। বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে মূল্যবোধের বিশেষ করে সামাজিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। **স্টুয়ার্ট সি. ডড-** বলেন, "সামাজিক মূল্যবোধ হলো সে সব রীতিনীতির সমষ্টি, যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে বা ব্যক্তি সমাজের নিকট পেতে চায়।" **এইচ. ডি. স্টেইন-** এর মতে, "জনসাধারণ যার সম্বন্ধে আগ্রহী, যা তারা কামনা করে, যাকে তারা অত্যাবশ্যক বলে মনে করে, যার প্রতি তাদের অগাধ শ্রদ্ধা বর্তমান এবং যা সম্পাদনের মাধ্যমে তারা আনন্দ উপভোগ করে তাকেই মূল্যবোধ বলে।" সুতরাং সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডের সমষ্টি, যা সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে এবং সমাজজীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতাবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, সৌজন্যবোধ প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি বা মানবীয় গুণাবলির সমষ্টি। সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল। মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করার ভিত্তিই হচ্ছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, চাল-চলন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে মাপকাঠি স্বরূপ। মূল্যবোধ সমাজের মানুষকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে। একই রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও আদর্শের ভিত্তিতে সমাজের সকলে পরস্পর মিলিত ও সংঘবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করে। মূল্যবোধ আইন নয়। এর বিরোধিতা বেআইনি নয়। এটা মূলত একপ্রকার সামাজিক নৈতিকতা। মূল্যবোধের প্রতি সমাজে বসবাসকারী মানুষের শ্রদ্ধাবোধ আছে বলে মানুষ এটা মেনে চলে। মূল্যবোধ ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। দেশ, জাতি, সমাজ ও প্রকৃতিভেদে মূল্যবোধের পরিবর্তন হয় এবং স্থান, কাল, পাত্রভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যেমন- পাশ্চাত্য দেশে মেয়েরা যে পোশাক পরে, আমাদের দেশে মেয়েদের জন্য সে পোশাক সমাজ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য নয়। মূল্যবোধ বৈচিত্র্যময়। আজ যা মূল্যবোধ বলে পরিগণিত, কাল তা বিবেচ্য নাও হতে পারে। মূল্যবোধের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর পরিবর্তনশীলতা। সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। আর এ পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজে অনুসৃত মূল্যবোধগুলোরও পরিবর্তন সাধিত হয়। অতীতের অনেক মূল্যবোধ বর্তমানে আমাদের কাছে অর্থহীন। যেমন- বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা। আবার বর্তমানের অনেক মূল্যবোধ ভবিষ্যতে নাও থাকতে পারে।

মূল্যবোধের প্রকৃতি ও উৎপত্তি:

দর্শনে মূল্যবোধ নিয়ে পাঠ করা অধ্যায়ের নাম হলো তত্ত্ববিজ্ঞান (Axiology)। নীতিশাস্ত্র ও নন্দনতত্ত্ব যুগপৎভাবে তত্ত্ববিজ্ঞানে আলোচিত হয়। তত্ত্ববিজ্ঞান **মূল্যবোধের প্রকৃতি নিয়ে কাজ করে।**

Values ইংরেজি শব্দটি value শব্দের বহুবচন। যার শাব্দিক অর্থ-

- কোন ব্যক্তির নীতি বা আদর্শ
- ব্যক্তির আচরণের মানদণ্ড
- নৈতিকতা
- আচরণবিধি
- আচরণের মানদণ্ড

অন্যদিকে Values বা মূল্যবোধ এমন একটি বিষয় যা ব্যক্তি থেকে প্রত্যাশা করা হয় এবং যেখানে ব্যক্তির সামগ্রিক দিক প্রতিফলিত হয়। এদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে Values শব্দটির অর্থ-

মূল্য বা গুরুত্ব (Worth)
উপকারিতা (Benefit)
সুবিধা (Advantage)
সদগুণ (Merit)
সাহায্য (Help)
কার্যকারিতা (Avail)

Values শব্দটির উপর্যুক্ত অর্থ বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, এটি একটি বিমূর্ত ও আদর্শিক ধারণা যা মানুষের ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশ ঘটায়।

গ. মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য:

মূল্যবোধের ধারণাটি অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষের মূল্যবোধ গড়ে ওঠে দীর্ঘ কাল পরিক্রমায় এবং এটি বিকশিত করে নানা বৈশিষ্ট্য। মূল্যবোধ ব্যক্তি ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করে। সামাজিক উন্নয়ন নির্ধারিত হয় মূল্যবোধের অগ্রগতির সূচকে। মূল্যবোধ কোন আইন নয় তবে ইহা সমাজের বৃহৎ অংশ দ্বারা অনুমোদিত। মূল্যবোধ মূলত এক প্রকার সামাজিক নৈতিকতা। মূল্যবোধের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

১. মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার কারার ভিত্তিই হচ্ছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, চাল-চলন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার মাপকাঠি স্বরূপ।
২. মূল্যবোধ সমাজের মানুষকে একসূত্রে আবদ্ধ করে। একই রীতি - নীতি, আচার- অনুষ্ঠান ও আদর্শের ভিত্তিতে সমাজের প্রতিটি মানুষ পরস্পর মিলিত ও সংঘবদ্ধ হয়ে জীবন-যাপন করে।
৩. মূল্যবোধকোন আইন নয়, তবে সমাজের অধিকাংশ মানুষের দ্বারা অনুমোদিত। এটা মূলত এক প্রকার সামাজিক নৈতিকতা।
৪. মূল্যবোধ আপেক্ষিক অর্থাৎ দেশ, জাতি, সমাজ ও প্রকৃতিভেদে মূল্যবোধের পরিবর্তন হয় এবং স্থান, কাল, পাত্রভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য সৃষ্টি হয়।
৫. মূল্যবোধ বৈচিত্র্যময় ও আপেক্ষিক। আজ যা মূল্যবোধ বলে পরিগণিত, কাল তা সেভাবে বিবেচিত নাও হতে পারে।
৬. সমাজের রীতি- নীতি পরিবর্তনের সাথে সাথে মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়।
৭. বৈশ্বিক মহামারি মূল্যবোধের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।
৮. মূল্যবোধ একটি বিমূর্ত ও আদর্শিক ধারণা ।
৯. মূল্যবোধ পরিমাপের নির্দিষ্ট কোন মানদণ্ড নেই, তবে মূল্যবোধ উৎকৃষ্ট সমাজ পরিমাপের অন্যতম মানদণ্ডস্বরূপ।

১০. মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে মূল্যবোধ।
১১. মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা যায় না, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।
১২. মূল্যবোধ ভাঙ্গলে বা অমান্য করলে শাস্তি হয় না।
১৩. মূল্যবোধ সুদৃঢ় করার অন্যতম উপায় হলো শিক্ষা।
১৪. সামাজিক উন্নয়ন নির্ধারিত হয় মূল্যবোধের অগ্রগতির সূচকে।
১৫. মূল্যবোধ সমাজভেদে ভিন্ন হলেও কিছু মূল্যবোধ (সত্য, ন্যায়, সুন্দর) চিরন্তন বা সর্বজনীন।
১৬. এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে মূল্যবোধ।

মূল্যবোধ মানুষের সামগ্রিক আচার- আচরণ ও কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করলেও এর কোন লিখিত রুপ নেই। মানুষের বিশ্বাস, আদর্শ ও অন্যান্য অনুমোদিত রীতিনীতির প্রেক্ষিতে এটি বিকশিত হয়।

মূল্যবোধের প্রকারভেদ

সাধারণ দৃষ্টিতে মূল্যবোধ ৫ প্রকার: যথা-
ক. ব্যক্তিগত মূল্যবোধ
খ. দলীয় মূল্যবোধ
গ. সমষ্টিগত বা সামাজিক মূল্যবোধ
ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ এবং
ঙ. পেশাগত মূল্যবোধ।

প্রভাবগত মাত্রার বিচারে কার্যকারিতার ভিত্তিতে মূল্যবোধ তিন প্রকার। যথা-
ক. চরম মূল্যবোধ
খ. মাধ্যমিক মূল্যবোধ এবং
গ. সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ।

উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মুল্যবোধ চার প্রকার। এগুলো হলো-
ক. উপায়গত মূল্যবোধ খ. উদ্দেশ্যগত মূল্যবোধ
গ. সুস্পষ্ট মূল্যবোধ এবং ঘ. চাপহীন মূল্যবোধ।

ব্যবহারিক বা আচরণের ভিত্তিতে মুল্যবোধ দুই প্রকার। যথা:
ক. মূখ্য বা প্রধান মূল্যবোধ খ. বন্ধনাপ্রসূত মূল্যবোধ।

পেশাগত দিক থেকে মূল্যবোধকে আট শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা:
ক. অর্থনৈতিক মূল্যবোধ খ. সামাজিক মূল্যবোধ
গ. আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ঘ. আধুনিক মূল্যবোধ
ঙ. নান্দনিক মূল্যবোধ চ. ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং
ছ. যুক্তিগত মূল্যবোধ।

উপরিউক্ত মূল্যবোধ ছাড়াও আরো বেশ কয়েক ধরনের মূল্যবোধ আছে। যেমন:
- আইনগত মূল্যবোধ
- সংস্কৃতিগত মূল্যবোধ
- নৈতিক মূল্যবোধ
- শিক্ষাগত মূল্যবোধ
- ক্রীড়াসংক্রান্ত মূল্যবোধ
- জীবনের মূল্যবোধ
- চিকিৎসা বিষয়ক মূল্যবোধ
- ভাষার মূল্যবোধ
- কারিগরি মূল্যবোধ
- আবেগিক মূল্যবোধ
- তাত্ত্বিক মূল্যবোধ
- প্রয়োগিক মূল্যবোধ ইত্যাদি।

এক নজরে মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার:

শিরোনাম	বিবরণ
১। মূল্যবোধ সম্পর্কে D.Stain এর সংজ্ঞা	D.Stain বলেন, "জনসাধারণ যার সম্বন্ধে আগ্রহী, যা তারা কামনা করে, যাকে তারা অত্যাবশ্যক বলে মনে করে, যার প্রতি তাদের অগাধ শ্রদ্ধা বর্তমান থাকে এবং যা সম্পাদন করার মাধ্যমে তারা আনন্দ পায় তাকেই মূল্যবোধ বলে।
২। মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ	মূল্যবোধকে মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, জাতীয় মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, কর্ম ও শিক্ষাগত মূল্যবোধ।
৩। সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে নিকোলাস রেসার	নিকোলাস রেসার বলেন, "সামাজিক মূল্যবোধ হলো সেসব গুণ যা ব্যক্তি নিজের সহকর্মীদের মধ্যে দেখে খুশি হয় এবং নিজের সমাজ, জাতি, সংস্কৃতি ও পরিবেশকে মূল্যবান মনে করে খুশি হয়।"
৪। ধর্মীয় মূল্যবোধ	ধর্মীয় মূল্যবোধ হলো মানুষের সে সকল আচার আচরণের সমষ্টি যা মানুষের ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। মানুষের ভালোবাসা, ন্যায়বিচার, সততা প্রভৃতি ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত।
৫। আইন শব্দের অর্থ ব্যাপক	রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা পৌরবিজ্ঞানের একটি মৌলিক প্রত্যয় হলো আইন। সাধারণভাবে আইন বলতে কতগুলো নিয়ম নীতি, বিধি বিধানকে বুঝানো হয়, যা মানুষের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।
৬। সর্বজনীনতা আইনের বৈশিষ্ট্য	সর্বজনীনতা আইনের একটি বৈশিষ্ট্য। সমাজে প্রচলিত একটি কথা আছে যে, 'আইন অন্ধ'। কেননা আইন কারো মুখ দেখে বিচার করে না। সে সকলের জন্য সমান। তাই আইন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।
৭। জনমত আইনের উৎস	জনগণের মতামত বা চাহিদার প্রভাবে অনেক সময় সরকার আইন প্রণয়ন বা প্রচলিত আইনের পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে থাকে। এ জন্য জনমতকে ও আইনের উৎস বলা হয়।

তথ্য কণিকায় মূল্যবোধ

- মূল্যবোধ স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।
- মূল্যবোধ মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার সামাজিক মানদন্ড স্বরূপ।
- মূল্যবোধ সমাজের যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

- বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবোধ বলতে কোনো বিষয়কে বাস্তবিকভাবে বোঝার সামর্থ্যকে বোঝায়।
- সামাজিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, আতিথেয়তা ইত্যাদি।
- মূল্যবোধ হলো সেসব রীতি-নীতির সমষ্টি, যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে পেতে চায় এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে।
- মূল্যবোধ ক্রমশ পরিবর্তনশীল।

মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানসমূহ

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যে উপাদানগুলো মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদান বা ভিত্তি বলে স্বীকার করা হয়, নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. নীতি ও ঔচিত্যবোধ
২. সামাজিক ন্যায়বিচার
৩. শৃঙ্খলাবোধ
৪. সহনশীলতা
৫. সহমর্মিতা
৬. পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ
৭. শ্রমের মর্যাদা
৮. আইনের শাসন
৯. সন্তানদের সুশিক্ষা
১০. নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ
১১. সরকারের জনকল্যাণমুখীতা
১২. সততা
১৩. ন্যায়পরায়ণতা
১৪. একতা ইত্যাদি

মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানসমূহ সমাজে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে:

মূল্যবোধ শিক্ষা সমাজ থেকে জঞ্জাল বা বিশৃঙ্খলা দূর করতে ঔষধের মত কাজ করে। তাই মূল্যবোধের শিক্ষাকে অবহেলা করে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানসমূহ সমাজে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. মূল্যবোধের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে
২. ধর্মীয় শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ
৩. অনৈতিক মানসিকতা পরিহার
৪. লোভ-লালসা ত্যাগ
৫. অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিহার
৬. ভোগ নয়, ত্যাগের শিক্ষা লাভ
৭. যা আছে তাই নিয়ে মানসিক সন্তুষ্টিতে থাকা
৮. দুর্নীতিকে ঘৃণা করা
৯. জনগণের সদিচ্ছা
১০. সরকারি ও বিরোধী দলের সহযোগিতা
১১. শ্রমের বিনিময়ে উপার্জনের চেষ্টা ও শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা দান করা
১২. প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে মূল্যবোধ সম্পর্কে জনমত গঠন
১৩. দেশপ্রেমের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হওয়া
১৪. ভালো মানুষ হওয়ার আগ্রহ
১৫. সমাজকে ভালো কিছু দেওয়ার প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

মূল্যবোধ শিক্ষার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক

ক. সমাজের পরিকল্পিত ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনে।
খ. জাতিসত্ত্বার বিকাশ পরিপূর্ণতা পায়।
গ. সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও লালন করে।
ঘ. আচরণ নিয়ন্ত্রণ।
ঙ. নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনে সহায়তা।
চ. সহিংসতা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ।
ছ. মানব সম্পদের উন্নয়ন।
জ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।
ঞ. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা।

উপরিউক্ত বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক শক্তি। আর এক্ষেত্রে মূল্যবোধের শিক্ষা ও সুশাসন একীভূত হয়ে কাজ করে।

তথ্য কণিকা:

- সুশাসনের মূল লক্ষ্য আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা।
- সুশাসনের কথা কল্পনা করা যায় না- গণতন্ত্র ছাড়া।
- সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন করা যে শাসনের লক্ষ্য- সুশাসন।
- আধুনিক বিশ্বে যে ধরনের রাজনীতি বিদ্যমান- গণতন্ত্রমুখী।
- গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যে ধারণায় সুশাসন ব্যবস্থা চিত্রায়িত হয়- জনগণ ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের ধারণা।
- পৃথিবীর যে দেশগুলোতে সুশাসন খুবই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।
- পরিত্রাণের উপায় হিসেবে যে ধরনের শাসন থেকে মানুষ গণতন্ত্রের দিকে যাচ্ছে- ঔপনিবেশিক শাসন, স্বৈরশাসন, সামরিক শাসন প্রভৃতি হতে।
- সুশাসন কথাটি কার্যকর ও সফল হবে– সরকার যদি প্রকৃতপক্ষেই জনকল্যাণে দায়বদ্ধ থাকে।
- বাংলাদেশে উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জরুরি- - সুশাসন।
- বর্তমান গণতান্ত্রিক স্বৈরশাসনমূলক দেশগুলোতে তেমন লক্ষ্য করা যায় না- আইনের শাসন।
- জনগণের অংশগ্রহণ যে শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য- সুশাসন ব্যবস্থার।
- রাজনৈতিক ঐক্যমত্যের অভাবে যা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না- সুশাসন।
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলে– স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ হবে।
- সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধক- দুর্নীতি।
- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার শক্তিশালী হলে জনগণের অংশগ্রহণ- বৃদ্ধি পায়।

- সুশাসনের জন্য সরকারি উদ্যোগের সাথে জরুরি- জনগণের অংশগ্রহণ।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা- সরকারের দায়িত্ব।
- দেশে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে যে শাসন কায়েম হবে- সুশাসন।
- দেশীয় রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক শক্তির হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায়- দুর্বল রাষ্ট্রগুলো দাতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে।
- প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাবে ব্যাহত হয়- সুশাসন।
- দুর্নীতির সাথে সুশাসনের সম্পর্ক- বিপরীতমুখী।
- প্রশাসনযন্ত্রের মূল ধারক-বাহক হলো- সরকার।
- মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে- গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে।
- সুশাসনের প্রথম পক্ষ সরকার- দ্বিতীয় পক্ষ হলো জনগণ।
- গণতন্ত্রহীন সরকার ব্যবস্থায় লক্ষ করা যায় না- সুশাসনের অস্তিত্ব।
- সুশাসন সমাজকে দূরে রাখে- দুর্নীতি হতে।
- স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে দরকার- সুশাসন।

i) মূল্যবোধ শিক্ষার গুরুত্ব:

মূল্যবোধের ভূমিকা বিবেচনা করলেই সামাজিক ও জাতীয় আদর্শ গঠন এবং ব্যক্তিগত ও নাগরিক জীবনে মূল্যবাধের শিক্ষার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হলেও মানুষের মূল্যবাধে দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। মূল্যবোধের শিল্পের অভাবে আদিম স্বার্থপরতা, সংঘাত ও হিংসাত্মক কার্যক্রম দেখা দিচ্ছে যা মানব সমাজের অবনতির ইঙ্গিত দেয়। নতুন করে সভ্যতার পত্তনের জন্য মূল্যবোধের শিক্ষা চালু করা খুবই জরুরি। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং তা পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত করা একমাত্র মূল্যবোধের শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। মূল্যবাধের শিক্ষা ইতিবাচক জনশিক্ষা ও আদর্শের গঠন ও শক্তিশালীকরণের কাজে সাহায্যে করে। একজন সত্য মানুষের সামাজিক দক্ষতা থাকা আবশ্যক। তাকে সমাজের অন্য মানুষের সাথে স্বল্পস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। এজন্য তাকে সব শ্রেণির মূল্যবাধে সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে। মূল্যবোধের শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে সমাজে, রাষ্ট্রে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের জন্য তৈরি করে দেয়। মূল্যবোধের গতানুগতিক শিক্ষা আধুনিক সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। সামাজিক মূল্যবাধ সমাজ ও রাষ্ট্রে ঐক্য ও মূল্যবোধ তৈরির মাধ্যমে জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত করতে পারে। মূল্যবোধের শিক্ষা মানুষকে তার স্বজাত্যবোধ, জাতীয় বিষয়াবলি ও দায়িত্ব কর্তব্য জ্ঞান প্রদান করছে যা জাতীয় উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যার দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক, তার কর্মও হবে ইতিবাচক। তাই ইতিবাচক মূল্যবোধের শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে পারলে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি সম্ভবপর হবে।

ঝ. মূল্যবোধ শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য:

আধুনিক শিক্ষা চিন্তাবিদদের মতে, মূল্যবোধ শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হবে– ব্যক্তির মধ্যে নৈতিকতার নিরিখে এমন সব গুণাবলির বিকাশ সাধন করা যা তাদেরকে সৎ, সাহসী ও আদর্শ নাগরিক হতে সাহায্য করবে। মূল্যবোধ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিচে দেওয়া হলো–

- একটি দেশের সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষতার অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে কাজ করে- মূল্যবোধ শিক্ষা।
- সামগ্রিক শিক্ষার লক্ষ্যেরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে- মূল্যবোধ শিক্ষা।
- প্রচলিত শিক্ষার আদর্শিক লক্ষ্যের একটি প্রধান দিক হল- মূল্যবোধ শিক্ষা।
- ব্যক্তির মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির মনোভোব জাগ্রত হয় মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে।
- মানুষের আচরণের সামাজিক মাপকাঠি হলো- মূল্যবোধ।
- মূল্যবোধ শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য- সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা।
- ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রগতিশীল, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হতে সাহায্য করা- মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।
- মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, স্বদেশের প্রতি, পরিবেশের প্রতি, সকল ধর্মের প্রতি সঠিক ও যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে। ।
- চিন্তা, কর্মে ও অভ্যাসে ব্যক্তিকে উদার, সহনশীল করা এবং ধর্ম, ভাষা ও জাত-পাতের উর্ধ্বে তাদের বুদ্ধির মুক্তিলাভে সাহায্য করা- মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানগুলি সমাজে প্রতিষ্ঠা:

(Establishment in Society the Elements of Values Education)

মূল্যবাধের শিক্ষা মানুষ প্রতিনিয়তই গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া ও বিভিন্ন উপায়ে মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যায়। যেমন-

১. মূল্যবোধ শিক্ষা অন্তরে পোষণ ও মূল্যবোধকে পুরস্কৃত করা।
২. চিন্তার স্বাধীনতা ও বাছাইয়ে মূল্যবোধকে ক্ষমতা প্রদান।
৩. পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমস্থানীয় ব্যক্তি এবং প্রতিবেশীদের সাথে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে।
৪. ইতিবাচক চিন্তা করা।
৫. সহাবস্থানের শিক্ষা লাভ করা।
৬. মানব মর্যাদাকে সম্মান করা।
৭. সত্যবাদিতার শিক্ষা প্রদান করা।
৮. সমাজের বৃহত্তম ক্ষেত্রে যোগোযাগে করে। যেমন - গণমাধ্যম ও কর্মস্থান।
৯. বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার উন্নতি করা।
১০. সম্প্রদায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।
১১. পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা।
১২. শিক্ষা ও নৈতিকতার গল্পের মাধ্যমে মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান করা।
১৩. নিজের এবং অন্যদের ব্যক্তিগত আচরণ পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান করা।
১৪. মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে মূল্যবোধ চর্চা করা।

সংক্ষিপ্ত তথ্য

- মূল্যবোধ সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান।
- ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তার নামই মূল্যবোধ।
- স্টুয়ার্ট সি ডড-এর মতে, 'মূল্যবোধ হলো সেই সকল রীতিনীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে পেতে চায় এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে আশা করে'।
- পরিবর্তনশীলতা মূল্যবোধের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।
- সমাজে বসবাসকারী মানুষের শ্রদ্ধাবোধ মূল্যবোধের ভিত্তিস্বরূপ।
- মূল্যবোধের নেতিবাচক পরিবর্তনকে মূল্যবোধের অবক্ষয় বলা হয়।
- ন্যায়বিচারের অভাবে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অসংগতি বৃদ্ধি পায়।
- যে মূল্যবোধ মানুষের বাহ্যিক ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে তাই হচ্ছে শারীরিক বা বাহ্যিক মূল্যবোধ।
- সামাজিক মূল্যবোধ মানুষের আচরণকে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করে।
- ধর্মীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাস, গ্রন্থ চর্চা প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত মূল্যবোধসমূহকে ধর্মীয় মূল্যবোধ বলা হয়।
- সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তির অথবা সমাজের কোনো গোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ।
- সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে মূল্যবোধ।
- দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
- সরকার ও রাষ্ট্র জনকল্যাণমুখী না হলে তাকে মূল্যবোধের অবক্ষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
- মূল্যবোধ সমাজে যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।
- সামাজিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি মানবিক সুকুমার বৃত্তির সমষ্টি।
- মূল্যবোধ মানুষের কাজের মানদণ্ড।
- সামাজিক মূল্যবোধ হলো সমাজের ভিত্তি।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

- ভালো-মন্দ,ঠিক-বেঠিক,কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তার নামই মূল্যবোধ।
- মূল্যবোধ হলো সেসব রীতিনীতির সমষ্টি, যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে পেতে চায় এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে।
- মূল্যবোধ ক্রমশ পরিবর্তনশীল।
- মূল্যবোধ স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।
- মূল্যবোধ মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার সামাজিক মানদণ্ডস্বরূপ।
- মূল্যবোধ সমাজের যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।
- বুদ্ধিবৃত্তির মূল্যবোধ বলতে কোনো বিষয়কে বাস্তবিকভাবে বোঝার সামর্থ্যকে বোঝায়।
- সামাজিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, আতিথেয়তা ইত্যাদি।
- রাজনৈতিক মূল্যবোধ যদি গণতান্ত্রিক হয় তবে ঐ রাষ্ট্র এবং সমাজ গণতান্ত্রিক সমাজ বা রাষ্ট্রে পরিণত হবে।
- ধর্মীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাস, গ্রন্থ চর্চা ইত্যাদি ধর্মীয় মূল্যবোধ।
- গণতন্ত্রের ধারণার সাথে কতকগুলো নীতি, আদর্শ এবং আচরণবিধি জড়িত থাকে, যেগুলোকে গণতন্ত্রকামী জনগণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয় তাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
- নাগরিকের জীবন রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ হলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
- গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতি সম্মান ও তা কার্যকর করতে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হলো জনগণের।
- দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য তিনটি শর্ত উল্লেখ করেছেন।
- গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে গ্রহণ করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য জনগণের থাকা প্রয়োজন।
- ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য জনগণকে সদা সতর্ক থাকতে হয়।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা দ্বারা দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নাগরিকের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে।
- মূল্যবোধ হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি।

Important Questions

১. গণতান্ত্রিক জীবনে কোনটি অধিক লক্ষ্যণীয়?
ক. সহনশীলতা খ. সহমর্মিতা
গ. সহযোগিতা ঘ. সহধর্মিতা

২. ব্যক্তিত্ব প্রকাশে —— অন্যতম মাধ্যম।
ক. সৌজন্যবোধ খ. হাসি
গ. গাম্ভীর্য ঘ. পোশাক

৩. কোন দেশের মূল্যবোধ অনেক পুরাতন?
ক. যুক্তরাজ্য খ. আমেরিকা
গ. ইসরাইল ঘ. ভারত

৪. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কেন?
ক. গণতন্ত্রের চর্চা করার জন্য
খ. ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য
গ. জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য
ঘ. গণতন্ত্র সম্পর্কে জানার জন্য

৫. সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হলো–?
ক. সামাজিক সমস্যা নির্ণয় ও সমাধান
খ. সামাজিক সমস্যা নির্ণয়
গ. সামাজিক সমস্যা ভিন্নখাতে প্রবাহ
ঘ. সামাজিক সমস্যার সমাধান

উত্তরমালা

১	ক	২	ক	৩	ক	৪	খ	৫	ক

Teacher's Work

৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর প্রশ্নাবলি

১. যে গুণের মাধ্যমে মানুষ 'ভুল' ও 'শুদ্ধ'-এর পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে, তা হচ্ছে–
ক. সততা খ. সদাচার
গ. কর্তব্যবোধ ঘ. মূল্যবোধ উ: ঘ

২. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—
ক. নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য
খ. স্বচ্ছ নির্বাচন কমিশন
গ. শক্তিশালী রাজনৈতিক দল
ঘ. পরমতসহিষ্ণুতা উ: ঘ

৩. সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে 'স্বার্থের সংঘাত' (conflict of interest)-এর উদ্ভব হয় যখন গৃহীতব্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে—
ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তার নিজের বা পরিবারের সদস্যদের স্বার্থ জড়িত থাকে।
খ. প্রভাবশালী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ জড়িত থাকে
গ. সরকারি স্বার্থ জড়িত থাকে
ঘ. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বার্থ জড়িত থাকে। উ: ক

৪. রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতিপ্রবণতার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী—
ক. আইনের প্রয়োগের অভাব
খ. নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাব
গ. দুর্বল পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা
ঘ. অসৎ নেতৃত্ব উ: খ

৫. প্রাথমিকভাবে একজন মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে—
ক. সমাজে বসবাসের মাধ্যমে
খ. বিদ্যালয়ে
গ. পরিবারে
ঘ. রাষ্ট্রের মাধ্যমে উ: গ

৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর প্রশ্নাবলি

১. 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য'- ধারণাটির প্রবর্তক কে?
ক. ইমানুয়েল কান্ট খ. হার্বার্ট স্পেন্সার
গ. বার্ট্রান্ড রাসেল ঘ. অ্যারিস্টটল উ: ক

২. 'Human Society in Ethics and Politics' গ্রন্থের লেখক কে?
ক. প্লেটো খ. রুসো
গ. বার্ট্রান্ড রাসেল ঘ. জন স্টুয়ার্ট মিল উ: গ

৩. 'শাসক যদি মহৎগুণসম্পন্ন হয় তাহলে আইন নিষ্প্রয়োজন, আর শাসক যদি মহৎগুণসম্পন্ন না হয় তাহলে আইন অকার্যকর'- এটি কে বলেছেন?
ক. সক্রেটিস খ. প্লেটো
গ. অ্যারিস্টটল ঘ. বেনথাম উ: খ

৪. নৈতিক মূল্যবোধের উৎস কোনটি?
ক. সমাজ খ. নৈতিক চেতনা
গ. রাষ্ট্র ঘ. ধর্ম উ: ক

৫. 'On Liberty' গ্রন্থের লেখক কে?
ক. ইমানুয়েল কান্ট খ. টমাস হবস্
গ. জন স্টুয়ার্ট মিল ঘ. জেরেমি বেন্থাম উ: গ

৪১তম বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর প্রশ্নাবলি

১. "রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন আবশ্যক।" কে এই উক্তি করেন?
ক. এইচ. ডি. স্টেইন খ. জন স্মিথ
গ. মিশেল ক্যামডেসাস ঘ. এম. ডব্লিউ.পামফ্রে উ: গ

২. 'Political Ideals' গ্রন্থের লেখক কে?
ক. মেকিয়াভেলি খ. রাসেল
গ. প্লেটো ঘ. এরিস্টটল উ: খ

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে?
ক. অনুচ্ছেদ ১৩ খ. অনুচ্ছেদ ১৮
গ. অনুচ্ছেদ ২০ ঘ. অনুচ্ছেদ ২৫ উ: খ

৪. মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—
ক. বিভিন্নতা
খ. পরিবর্তনশীলতা
গ. আপেক্ষিকতা ঘ. উপরের সবগুলোই উ: ঘ

৫. প্লেটো 'সদগুণ' বলতে বুঝিয়েছেন—
ক. প্রজ্ঞা, সাহস, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ন্যায়
খ. আত্মপ্রত্যয়, প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রণ
গ. সুখ, ভালোত্ব ও প্রেম
ঘ. প্রজ্ঞা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সুখ ও ন্যায় উ: খ

৪০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর প্রশ্নাবলি

১. বাংলাদেশে 'নব-নৈতিকতা'র প্রবর্তক হলেন-
ক. মোহাম্মদ বরকতুল্লা
খ. জি. সি.দেব
গ. আরজ আলী মাতুব্বর
ঘ. আবদুল মতীন উ: গ

২. 'আমরা যে সমাজেই বসবাস করি না কেন, আমরা সকলেই ভালো নাগরিক হওয়ার প্রত্যাশা করি'। এটি-
ক. নৈতিক অনুশাসন
খ. রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুশাসন
গ. আইনের শাসন
ঘ. আইনের অধ্যাদেশ উ: ক

৩. সভ্য সমাজের মানদণ্ড হলো-
ক. গণতন্ত্র খ. বিচার ব্যবস্থা
গ. সংবিধান ঘ. আইনের শাসন উ: ঘ

৪. 'বিপরীত বৈষম্য'- এর নীতিটি প্রয়োগ করা হয়-
ক. নারীদের ক্ষেত্রে
খ. সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে
গ. প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে
ঘ. পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে উ: ক

৫. মূল্যবোধ হলো-
ক. মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ
খ. মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড
গ. সমাজজীবনে মানুষের সুখী হওয়ার প্রয়োজনীয় উপাদান
ঘ. মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলীর দিক নির্দেশনা উ: খ

৬. জাতিসংঘের অভিমত অনুসারে সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো-
ক. দারিদ্র বিমোচন খ. মৌলিক অধিকার রক্ষা
গ. মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন
ঘ. নারীদের উন্নয়ন ও সুরক্ষা উ: গ

৭. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কর্তব্য হলো-
ক. সরকার পরিচালনায় সাহায্য করা
খ. নিজের অধিকার ভোগ করা
গ. সৎভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করা
ঘ. নিয়মিত কর প্রদান করা উ: ক

৮. মূল্যবোধের চালিকা শক্তি হলো-
ক. উন্নয়ন খ. গণতন্ত্র
গ. সংস্কৃতি ঘ. সুশাসন উ: গ

৯. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে-
ক. দুর্নীতি দূর হয় খ. বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়
গ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়
ঘ. কোনটিই নয় উ: খ

১০. তথ্য পাওয়া মানুষের কী ধরনের অধিকার-
ক. রাজনৈতিক খ. অর্থনৈতি
গ. মৌলিক ঘ. সামাজিক উ: গ

৩৮তম বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর প্রশ্নাবলি

১. গোল্ডেন মিন (Golden Mean) হলো-
ক. সমস্ত সম্ভাব্য কর্মের গড়
খ. দুটি চরম পন্থার মধ্যবর্তী অবস্থা
গ. ত্রিভুজের দুটি বাহন ভূ-কেন্দ্রিক সম্পর্ক
ঘ. একটি প্রাচীন দার্শনিক ধারার নাম উ: খ

২. কোন বছর ইউ এন ডি পি (UNDP) সুশাসনের সংজ্ঞা প্রবর্তন করে?
ক. ১৯৯৫ খ. ১৯৯৭
গ. ১৯৯৮ ঘ. ১৯৯৯ উ: খ

৩. শূন্যবাদ যে ল্যাটিন শব্দ থেকে উদ্ভূত তার অর্থ-
ক. সব খ. কিছুই না
গ. সর্বজনীন ঘ. কিছু উ: খ

৪. ব্যক্তি সহনশীলতার শিক্ষা লাভ করে-
ক. সুশাসনের শিক্ষা থেকে
খ. আইনের শিক্ষা থেকে
গ. মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে
ঘ. কর্তব্যবোধ থেকে উ: গ

৫. সুশাসনের কোন নীতি সংগঠনের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে?
ক. অংশগ্রহণ খ. জবাবদিহিতা
গ. স্বচ্ছতা ঘ. সাম্য ও সমতা উ: গ

৬. নিচের কোন রিপোর্টে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে?
ক. শাসন প্রক্রিয়া ও মানব উন্নয়ন
খ. শাসন প্রক্রিয়া এবং সুশাসন
গ. শাসন প্রক্রিয়া এবং নৈতিক শাসন প্রক্রিয়া
ঘ. শাসন প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন উ: ঘ

৭. নিচের কোনটি সুশাসনের উপাদান নয়?
ক. অংশগ্রহণ খ. স্বচ্ছতা
গ. নৈতিক শাসন ঘ. জবাবদিহিতা উ: গ

৮. নিচের কোনটি সংস্কৃতির উপাদান নয়?
ক. আইন খ. প্রতীক
গ. ভাষা ঘ. মূল্যবোধ উ: ক

৯. জেরেমি বেন্থাম কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?
ক. জার্মানী খ. ফ্রান্স
গ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘ. যুক্তরাজ্য উ: ঘ

১০. মূল্যবোধ পরীক্ষা করে-
ক. ভাল ও মন্দ
খ. ন্যায় ও অন্যায়
গ. নৈতিকতা ও অনৈতিকতা
ঘ. উপরের সবগুলো উ: ঘ

৩৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর প্রশ্নাবলি

১. UNDP সুশাসন নিশ্চিতকরণে কয়টি উপাদান উল্লেখ করেছে?
ক. ৬ টি খ. ৭ টি
গ. ৮ টি ঘ. ৯ টি উ: ঘ

২. একজন যোগ্য প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকের অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক গুণাবলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ কোনটি?
ক. দায়িত্বশীলতা খ. নৈতিকতা
গ. দক্ষতা ঘ. সরলতা উ: খ

৩. রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ কাকে বলা হয়?
ক. রাজনীতি খ. বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়
গ. সংবাদ মাধ্যম ঘ. যুবশক্তি উ: গ

৪. জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় হল-
ক. সুশাসন খ. আইনের শাসন
গ. রাজনীতি ঘ. মানবাধিকার উ: ক

৫. সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণয়নে কোন মূল্যবোধটি গুরুত্বপূর্ণ নয়?
ক. বিশ্বস্ততা খ. সৃজনশীলতা
গ. নিরপেক্ষতা ঘ. জবাবদিহিতা উ: খ

৬. কোনটি ন্যায়পরায়ণতার নৈতিক মূলনীতি নয়?
ক. পুরস্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে সমতার নীতি প্রয়োগ
খ. আইনের শাসন
গ. সুশাসনের জন্য উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ
ঘ. অধিকার ও সুযোগের ক্ষেত্রে সমতার নিশ্চিতকরণ উ: গ

৭. সরকারি চাকরিতে সততার মাপকাঠি কী?
ক. যথা সময়ে অফিসে আগমন ও অফিস ত্যাগ করা
খ. দাপ্তরিক কাজে কোনো অবৈধ সুবিধা গ্রহণ না করা
গ. নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে অর্পিত দায়িত্ব যথাবিধি সম্পন্ন করা
ঘ. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যে কোনো নির্দেশ প্রতিপালন করা উ: গ

৮. আমাদের চিরন্তন মূল্যবোধ কোনটি?
ক. সত্য ও ন্যায় খ. স্বার্থকতা
গ. শঠতা ঘ. অসহিষ্ণুতা উ: ক

৯. নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান কী?
ক. সততা ও নিষ্ঠা খ. কর্তব্যপরায়ণতা
গ. মায়া ও মমতা ঘ. উদারতা উ: ক

১০. "সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সঙ্গে সুশীল সমাজের, সরকারের সঙ্গে শাসিত জনগণের, শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্ক বোঝায়"- উক্তিটি কার?
ক. এরিষ্টল খ. জন স্টুয়ার্ট মিল
গ. ম্যাককরনী ঘ. মেকিয়াভেলি উ: গ

৩৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর প্রশ্নাবলি

১. সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে-
ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন খ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন
গ. সামাজিক উন্নয়ন ঘ. সবগুলোই উ: খ

২. 'সুবর্ণ মধ্যক' হলো-
ক. গাণিতিক মধ্যমান
খ. দুটি চরমপন্থার মধ্যবর্তী পন্থা
গ. সম্ভাব্য সবধরনের কাজের মধ্যমান
ঘ. একটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের নাম উ: খ

৩. নৈতিক আচরণবিধি বলতে বুঝায়-
ক. মৌলিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত সাধারণ বচন যা সংগঠনের পেশাগত ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করে
খ. বাস্তবতার নিরিখে নির্দিষ্ট আচরণের মানদন্ড নির্ধারণ সংক্রান্ত আচরণবিধি
গ. দৈনন্দিন কার্যকলাপ ত্বরান্বিত কারণে প্রণীত নৈতিক নিয়ম, মানদন্ড বা আচরণবিধি
ঘ. উপরের তিনটিই সঠিক উ: ঘ

৪. একজন জনপ্রশাসকের মৌলিক মূল্যবোধ হলো-
ক. স্বাধীনতা খ. ক্ষমতা
গ. কর্মদক্ষতা ঘ. জনকল্যাণ উ: ঘ

৫. সুশাসনের পথে অন্তরায়-
ক. আইনের শাসন খ. জবাবদিহিতা
গ. স্বজনপ্রীতি ঘ. ন্যায়পরায়ণতা উ: গ

৬. ব্যক্তিগত মূল্যবোধ লালন করে-
ক. সামাজিক মূল্যবোধকে খ. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে
গ. ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে ঘ. স্বাধীনতার মূল্যবোধকে উ: ঘ

৭. নৈতিকতাকে বলা হয় মানবজীবনের–
ক. নৈতিক শক্তি খ. নৈতিক বিধি
গ. নৈতিক আদর্শ ঘ. সবগুলোই উ: ঘ

৮. 'Power: A New Social Analysis' গ্রন্থটি কার লেখা?
ক. ম্যাকিয়াভেলি খ. হবস
গ. লক ঘ. রাসেল উ: ঘ

৯. মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে-
ক. দুর্নীতি রোধ করা
খ. সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা
গ. রাজনৈতিক অবক্ষয় রোধ করা
ঘ. সাংস্কৃতিক অবরোধ রক্ষণ করা উ: খ

১০. সুশাসন হচ্ছে এমন এক শাসন ব্যবস্থা যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে-
ক. সুসম্পর্ক গড়ে তোলে
খ. আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলে
গ. শান্তির সম্পর্ক গড়ে তোলে
ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ

৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর প্রশ্নাবলি

১. নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কী?
ক. মানুষের আচরণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান
খ. মানুষের জীবনের সফলতার দিকগুলো আলোচনা
গ. সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ ব্যাখ্যা
ঘ. সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন
উ: ঘ

২. মানুষের কোন ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়?
ক. ঐচ্ছিক ক্রিয়া
খ. অনৈচ্ছিক ক্রিয়া
গ. ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়া
ঘ. ক ও গ নামক ক্রিয়া উ: ক

৩. মূল্যবোধ (Values) কী?
ক. মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড
খ. শুধুমাত্র মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি নির্ধারণের দিক নির্দেশনা
গ. সমাজ জীবনে মানুষের সুখী হওয়ার প্রয়োজনীয় মনোভাব
ঘ. মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ উ: ক

৪. সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি কী?
ক. আইনের শাসন খ. নৈতিকতা
গ. সাম্য ঘ. উপরের সবগুলো উ: ঘ

৫. সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে-
ক. মত প্রকাশের স্বাধীনতা খ. প্রশাসনের নিরপেক্ষতা
গ. নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা ঘ. নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থা উ: ক

৬. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goals) অর্জনে সুশাসনের কোন দিকটির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে?
ক. সুশাসনের সামাজিক দিক
খ. সুশাসনের অর্থনৈতিক দিক
গ. সুশাসনের মূল্যবোধের দিক
ঘ. সুশাসনের গণতান্ত্রিক দিক উ: খ

৭. "আইনের চোখে সব নাগরিক সমান।"- বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর ধারায় এ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে?
ক. ধারা ০৭ খ. ধারা ২৭
গ. ধারা ৩৭ ঘ. ধারা ৪৭ উ: খ

৮. Johannesburg Plan of Implementation সুশাসনের সঙ্গে নিচের কোন বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়?
ক. টেকসই উন্নয়ন
খ. সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
গ. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন
ঘ. উপরের কোনোটিই নয় উ: ক

৯. নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের অনুপস্থিতি কিসের অন্তরায়?
ক. সামাজিক অবক্ষয়ের খ. মূল্যবোধ অবক্ষয়ের
গ. সুশাসনের ঘ. শিক্ষার গুণগতমানের উ: গ

Teacher's Class Work অনুযায়ী

Home Work

Home Work & Self Study গুলো শিক্ষার্থীদের বাসায় কীভাবে পড়তে হবে তা শিক্ষক ক্লাসের শেষ পর্যায়ে বুঝিয়ে বলবেন।

১. কোনটি নৈতিক মূল্যবোধ?
ক. অন্যায় থেকে বিরত থাকা খ. পাগলামি করা
গ. ধর্মীয় বিশ্বাস ঘ. সহমর্মিতা

২. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলো কী থেকে বেশি পরিমাণে উদ্ভূত হয়?
ক. সামাজিক আচরণ খ. সামাজিক প্রথা
গ. সামাজিক বৈষম্য ঘ. সামাজিক নীতি

৩. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কোনটির বিকাশ ঘটে?
ক. স্থানীয় রাজনীতির খ. আন্তর্জাতিক রাজনীতির
গ. জাতীয় রাজনীতির ঘ. আইনসভার নির্ধারিত দলের

৪. দুর্নীতি থেকে কীসের জন্ম হয়?
ক. সুশাসনের খ. মানবাধিকারের
গ. দুর্নীতির ঘ. আইনের শাসন

৫. সরকারের স্বার্থকে এক সুতোয় বাঁধার অপর নাম কী?
ক. ক্ষমতা খ. জনগণ
গ. দক্ষ নেতা ঘ. সুশাসন

৬. সামাজিক মূল্যবোধকে কী হিসেবে ব্যবহার করা যায়?
ক. সামাজিক ন্যায়বিচার খ. সামাজিক মাপকাঠি
গ. সামাজিক বৈচিত্র্যময়তা ঘ. সামাজিক সেতুবন্ধন

৭. মূল্যবোধগুলো সমাজে কী হিসেবে কাজ করে?
ক. সামাজিক সেতুবন্ধন খ. সামাজিক বিভিন্নতা সৃষ্টি
গ. সামাজিক অবক্ষয় ঘ. সহমর্মিতা

৮. মানুষের আচরণ বিচারের মানদন্ডকে কী বলা হয়?
ক. সামাজিক মূল্যবোধ খ. রাজনৈতিক মূল্যবোধ
গ. নৈতিক মূল্যবোধ ঘ. ধর্মীয় মূল্যবোধ

৯. কীসের মাধ্যমে মূল্যবোধ দৃঢ় হয়?
ক. শিক্ষার মাধ্যমে খ. প্রযুক্তির মাধ্যমে
গ. অর্থের মাধ্যমে ঘ. নৈতিকতার মাধ্যমে

১০. সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম শক্তিশালী ভিত্তি কোনটি?
ক. যৌক্তিকতা খ. সহনশীলতা
গ. প্রজ্ঞা ঘ. ব্যক্তিত্ব

১১. 'নিজের ওপর, নিজের দেহ ও মনের ওপর সার্বভৌমত্বের উক্তিটি কার?
ক. লাস্কি খ. ম্যাকাইভার
গ. জেমস মিল ঘ. জন স্টুয়ার্ট মিল

১২. 'আইন সার্বভৌম শাসকের আদেশ'-এটি কার মত?
ক. এরিস্টটল খ. অধ্যাপক হল্যান্ড
গ. জন অষ্টিন ঘ. জন লক

১৩. 'Liberty' শব্দের বাংলা অর্থ কী?
ক. স্বাধীনতা খ. পরাধীনতা
গ. ন্যায়বিচার ঘ. সাম্য

১৪. হেদায়া ও আলমগিরী কী?
ক. রোমান আইনগ্রন্থ খ. হিন্দু আইনগ্রন্থ
গ. মুসলিম আইনগ্রন্থ ঘ. বৌদ্ধদের আইনগ্রন্থ

১৫. 'ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়া'-এটা নিচের কোন আইনের সাথে সম্পৃক্ত?
ক. ধর্মীয় আইন খ. নৈতিক আইন
গ. প্রথাভিত্তিক আইন ঘ. সামাজিক আইন

১৬. 'সাম্য সে সব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা যাতে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অন্যের সুবিধার সাথে বিসর্জন দিতে না হয়'- এ উক্তিটি কার-
ক. এরিস্টটল খ. অধ্যাপক উইলোবি
গ. অধ্যাপক গার্নার ঘ. অধ্যাপক লাস্কি

১৭. সামাজিক মূল্যবোধ হলো সমাজ জীবনে বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত বিষয়ে সমাজবাসীদের সহমতে ঐক্য' সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?
ক. মেরিল খ. ওলসেন
গ. স্পেন্সার গ. মার্কস

১৮. মানুষের আচরণের সামাজিক দলের অভিপ্রেত ব্যবহারের সুবিন্যস্ত প্রকাশ-এ সংজ্ঞাটি কার?
ক. এম. আর. উইলিয়াম খ. এম. ডব্লিউ পামফ্রে
গ. এইচ ডি স্টেইন ঘ. জন স্টুয়ার্ট মিল

১৯. 'মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যক্তি বা সামাজিক দলের অভিপ্রেত ব্যবহারের সুবিন্যস্ত প্রকাশ-এ সংজ্ঞাটি কার?
ক. স্টুয়ার্ট সি ডড খ. এইচডি স্টেইন
গ. এম ডব্লিউ পামফ্রে ঘ. ক্লাইড ক্লুখোন

২০. সামাজিক মূল্যবোধগুলো সমাজে কী হিসেবে ভূমিকা পালন করে?
ক. সামাজিক ন্যায়বিচার খ. সামাজিক মাপকাঠি
গ. সামাজিক বৈচিত্র্যময়তা ঘ. সামাজিক সেতুবন্ধন

২১. সামাজিক মূল্যবোধগুলো সমাজে কী হিসেবে ভূমিকা পালন করে?
ক. সামাজিক সেতুবন্ধন
খ. সামাজিক বিভিন্নতা সৃষ্টি
গ. সামাজিক অবক্ষয়
ঘ. সহমর্মিতা

২২. যে মূল্যবোধ মানুষের ধর্মীয় আচার-আচরণকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে সেগুলোকে কী বলে?
ক. সামাজিক মূল্যবোধ খ. ধর্মীয় মূল্যবোধ
গ. নৈতিক মূল্যবোধ ঘ. কর্তব্য মূল্যবোধ

২৩. সমাজ জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড যে সকল নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাকে কী বলে?
ক. সামাজিক আচরণ খ. সামাজিক আইন
গ. সামাজিক মূল্যবোধ ঘ. ধর্মীয় মূল্যবোধ

২৪. গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র কী?
ক. সাম্য খ. নৈরাজ্য
গ. অপশাসন ঘ. বিশৃঙ্খলা

২৫. কোনো বিষয়কে বাস্তবিকভাবে বোঝার সামর্থ্যকে কী বলে?
ক. বাহ্যিক মূল্যবোধ খ. বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবোধ
গ. নৈতিক মূল্যবোধ ঘ. সামাজিক মূল্যবোধ

২৬. সুশাসনের একটি সমস্যা হলো-
ক. বড় বড় অট্টালিকার অভাব
খ. সম্মোহনী নেতার অভাব
গ. জবাবদিহিতার অভাব
ঘ. দাতা দেশগুলোর সমর্থনের অভাব

২৭. যে মূল্যবোধ মানুষের বাইরের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে তাকে কী বলে?
ক. বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবোধ খ. নৈতিক মূল্যবোধ
গ. বাহ্যিক মূল্যবোধ ঘ. সামাজিক মূল্যবোধ

২৮. মূল্যবোধ মানুষের কোন আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে?
ক. বাহ্যিক খ. অভ্যন্তরীণ
গ. আত্মিক ঘ. বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন

২৯. প্লেটো কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?
ক. গ্রীস খ. ইতালি
গ. স্পেন ঘ. জার্মানি

৩০. শারীরিক মূল্যবোধকে সৌন্দর্যবোধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন কে?
ক. এডওয়ার্ড স্প্রেঞ্জারস খ. ম্যাকাইভার
গ. পেজ ঘ. সরোকিন

৩১. নিচের কোনটি বাহ্যিক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত?
ক. সাহসিকতা খ. সত্যকে সত্য বলা
গ. রাজনৈতিক সহনশীলতা ঘ. শ্রমের মর্যাদা

৩২. নৈতিকতা মূলত কীরূপ ব্যাপার?
ক. রাজনৈতিক খ. সামাজিক
ঘ. ধর্মীয় ঘ. অর্থনৈতিক

৩৩. কোনটি রাজনৈতিক মূল্যবোধ?
ক. শ্রমের মর্যাদা খ. সত্যকথা বলা
গ. আনুগত্য ঘ. দানশীল

৩৪. ধর্মীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাস, গ্রন্থ চর্চা প্রভৃতি থেকে যে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়-
ক. ধর্মীয় মূল্যবোধ খ. নৈতিক মূল্যবোধ
গ. রাজনৈতিক মূল্যবোধ ঘ. সামাজিক মূল্যবোধ

৩৫. মানুষ তার লালনকৃত ও ধারণকৃত সংস্কৃতি থেকে যে সকল মূল্যবোধ গ্রহণ করে তাকে কী বলে?
ক. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ খ. নৈতিক মূল্যবোধ
গ. রাজনৈতিক মূল্যবোধ ঘ. সামাজিক মূল্যবোধ

৩৬. কোনটির অভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যান্য উদ্যোগগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়?
ক. মূল্যবোধের অবক্ষয় খ. দায়িত্বের অবহেলা
গ. দুর্নীতি ঘ. জবাবদিহিতা

৩৭. সরকার ও রাষ্ট্র জনকল্যাণমুখী হলে তাকে কী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়?
ক. মূল্যবোধের সঠিক প্রয়োগ
খ. মূল্যবোধের অবক্ষয়
গ. সামাজিক অসমতা
ঘ. ন্যায়বিচারের অভাব

৩৮. জোনাথন হ্যাইটের মতে নৈতিকতার উদ্ভব ঘটে কয়টি উৎস হতে?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৩৯. আইন ও নৈতিকতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলে কী ঘটে-
ক. সমাজ জীবনের উৎকর্ষতা খ. মূল্যবোধের অবক্ষয়
গ. সামাজিক অসমতা ঘ. সামাজিক বিশৃঙ্খলা

৪০. মানুষের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত বিধি-বিধানকে কী বলা হয়?
ক. মূল্যবোধ খ. আইন
গ. নৈতিকতা ঘ. মিথ্যাচার

উত্তরমালা

০১	ক	০২	খ	০৩	ক	০৪	গ	০৫	ঘ	০৬	খ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	ঘ	১০	খ
১১	ঘ	১২	গ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	খ	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	গ	২০	খ
২১	ক	২২	খ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	গ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ক
৩১	ক	৩২	খ	৩৩	গ	৩৪	ক	৩৫	ক	৩৬	ঘ	৩৭	ক	৩৮	গ	৩৯	ক	৪০	গ

Self Study

১. সমাজসেবামূলক কাজে নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করে-
ক. প্রতিবেশি খ. সমাজ
গ. আইন ঘ. ধর্ম

২. গণতন্ত্র এর উৎপত্তি হয়েছে কোন দেশে?
ক. স্পেনে খ. গ্রিসে
গ. লাতিন আমেরিকা ঘ. জার্মানি

৩. যে নেতৃত্বের অধীনে জনগণ অন্ধভাবে শ্রদ্ধা, ভক্তি নিবেদন করে এবং যার বক্তব্য দ্বারা জনগণ ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে তাকে কোন ধরণের নেতৃত্ব বলা হয়?
ক. রাজনৈতিক নেতৃত্ব
খ. সম্মোহনী নেতৃত্ব
গ. তত্ত্বাবধানকারী নেতৃত্ব
ঘ. গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব

৪. সর্বপ্রথম সম্মোহনী নেতৃত্বের ধারণা প্রদান করেন কে?
ক. কার্ল মার্কস খ. ম্যাক্স ওয়েবার
গ. ম্যাকাইভার ঘ. প্লেটো

৫. সম্মোহনী নেতৃত্বের উৎকৃষ্ট উদাহরণ নিচের কোনটি?
ক. চে গুয়েভারা
খ. রাজীব গান্ধী
গ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ. রুজভেল্ট

৬. 'আইন প্রচলিত নীতিবিজ্ঞান থেকে অগ্রবর্তী বা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়লে তা বলবৎ করা কঠিন'- উক্তিটি কার?
ক. অধ্যাপক গেটেলের খ. ম্যাকাইভারের
গ. প্লেটোর ঘ. এরিস্টটলের

৭. 'আইন হলো রাষ্ট্রের নৈতিক অগ্রগতি দর্পণ'-উক্তিটি কার?
ক. গেটেলের খ. উইলসনের
গ. ম্যাকাইভারের ঘ. গার্নারের

৮. মূল্যবোধ কোন ধরনের বিষয়?
ক. মানসিক খ. সামাজিক
গ. সাংস্কৃতিক ঘ. রাজনৈতিক

৯. সামাজিক মূল্যবোধকে বিশ্বাসের এক প্রকৃতি বলে উল্লেখ করেছেন কে?
ক. এম ডব্লিউ পামফ্রে খ. নিকোলাস রেসার
গ. স্টুয়ার্ট সি ডড ঘ. এফ. ই. মেরিল

১০. মূল্যবোধ কীসের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়?
ক. নৈতিকতা খ. ধর্ম
গ. আচরণ ঘ. অভ্যাস

১১. নীতি ও ঔচিত্যবোধ থেকে যে মূল্যবোধ বিবেচনা করা হয় তাকে কী ধরনের মূল্যবোধ বলে?
ক. নৈতিক মূল্যবোধ খ. রাজনৈতিক মূল্যবোধ
গ. সামাজিক মূল্যবোধ ঘ. বাহ্যিখ মূল্যবোধ

১২. আতিথেয়তা কোন ধরনের মূল্যবোধ?
ক. সামাজিক মূল্যবোধ খ. ধর্মীয় মূল্যবোধ
গ. নৈতিক মূল্যবোধ ঘ. রাজনৈতিক মূল্যবোধ

১৩. সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি নিচের কোনটি?
ক. মূল্যবোধ খ. প্রথা
গ. স্বাধীনতা ঘ. সাম্য

১৪. নৈতিকতা কোন ধরণের অবস্থা?
ক. মানসিক অবস্থা খ. শারীরিক অবস্থা
গ. সামাজিক অবস্থা ঘ. অর্থনৈতিক অবস্থা

১৫. নৈতিকতার উদ্ভব হয় কোথায়?
ক. সমাজে খ. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে
গ. মানুষের মনে ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

১৬. নৈতিক গুণাবলি শিশুরা কোথায় প্রথমে শিখে থাকে?
ক. বিদ্যালয়ে খ. পরিবারে
গ. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ঘ. প্রতিবেশিদের

১৭. কোনো দেশের নৈতিক মূল্যবোধ উন্নত হলে কী উন্নত হয়?
ক. আইনব্যবস্থা খ. ধর্মীয় ব্যবস্থা
গ. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঘ. সামাজিক ব্যবস্থা

১৮. নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষকে কী বলে?
ক. শুদ্ধাচার খ. মূল্যবোধ
গ. সুশিক্ষা ঘ. মিথ্যাচার

উত্তরমালা

১	ঘ	২	খ	৩	খ	৪	খ	৫	গ	৬	ক	৭	খ	৮	খ	৯	ঘ	১০	ক
১১	ক	১২	ক	১৩	ক	১৪	ক	১৫	গ	১৬	খ	১৭	ক	১৮	ক				

Class Exam

১. ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে শক্তিশালী করে-
ক. টাকা খ. বাড়ি
গ. নৈতিক জ্ঞান ঘ. রাজনীতি

২. কোনটি অমূল্য সম্পদ?
ক. চরিত্র খ. গরু
গ. খেলাধুলা ঘ. মাছ

৩. মতামত প্রকাশের অধিকার ব্যক্তির কী ধরনের অধিকার?
ক. নৈতিক অধিকার খ. আইনগত অধিকার
গ. সামাজিক অধিকার ঘ. রাজনৈতিক অধিকার

৪. আমাদের সমাজের পিতামাতা মনে করে-
ক. শিক্ষিত মেয়েরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সক্ষম
খ. মেয়ে সন্তান সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সক্ষম
গ. পুত্র সন্তান সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সক্ষম
ঘ. অধিক সন্তান সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সক্ষম

৫. কিসের মাধ্যমে মনের প্রফুল্ল আসে?
ক. শিক্ষা অর্জনে খ. নৈতিক মূল্যবোধ চর্চার
গ. দুর্নীতি ঘ. ব্যবসা

৬. আইনের ভিত্তিস্বরূপ কোনটি?
ক. মূল্যবোধ খ. সুশাসন
গ. স্বাধীনতা ঘ. পরিবার

৭. সাধারণ মানুষ কোনটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়?
ক. সুশাসন খ. মূল্যবোধ
গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘ. বিচার বিভাগ

৮. মূল্যবোধের অনুপস্থিতিকে বলা হয়–
ক. মূল্যবোধের অবক্ষয়
খ. মূল্যবোধের জাগরণ
গ. মূল্যবোধের উন্মেষ
ঘ. নৈতিকতার অবক্ষয়

৯. ইয়াবা কী?
ক. মেয়ে খ. ড্রাগ
গ. পোষাক ঘ. প্রসাধনী

১০. বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় সার্বজনীন সমস্যা হলো-
ক. মাদকাসক্তি খ. অশিক্ষা
গ. কুসংস্কার ঘ. দারিদ্র

লেকচার ১ biddabari

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি biddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।